যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

আদ্যোপান্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৭

সনদ বাণিজ্য বন্ধে ইউজিসিকে নিতে হবে অভিভাবকের ভূমিকা

আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন

মুসতাক আহমদ

বেসরকারি খাতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিষয়ে একমাত্র বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানীর কাওরান বাজার এলাকায় এর যাত্রা। তবে তারা বর্তমানে তেজগাঁওয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়েছে। ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র এ প্রতিষ্ঠানটিই নিজেদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম আনোয়ার হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, ভূমিকা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ভূমিকা : হবে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সরকারের নিয়ম তারা অক্ষরে অক্ষরে পালনে বদ্ধপরিকর। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেড় দশক পার করেও যায়নি স্থায়ী ক্যাম্পাসে। অথচ তারা উন্নয়ন ফিসহ নানা নামে-বেনামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, অর্থ কামানোর একটা বৈধ রাস্তাও ব্যবহার করছে। অনেকেই বছরে তিনটি সেমিস্টারে ভর্তি করে। আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা করা হয় না। তিনি বলেন, সরকার অডিট করলেই সার্বিক বিষয়গুলো ধরা পড়বে। উপাচার্য বলেন, সরকারের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কারণেই ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে আউটার ক্যাম্পাস সরকার বন্ধ ঘোষণার পর তারা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ক্যাম্পাস অনুমতি নিয়েই বৈধভাবে খোলা হয়েছিল। তিনি বলেন, তারা আসলে সরকার নয়, গোটা দেশ ও জাতির কাছেই দায়বদ্ধ। সর্বোপরি শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কাছেও তারা দায়বদ্ধ।

ইউজিসির সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১টি ইন্সটিটিউট, ৪টি অনুষদ ও ৭টি বিভাগ রয়েছে। মোট শিক্ষার্থী ৪ হাজার ২০৪ জন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০৫ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থাৎ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে খণ্ডকালীন শিক্ষকনির্ভর হিসেবে অভিযুক্ত তা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই প্রতীয়মান হয়। এ ব্যাপারে উপাচার্য বলেন, তারা ধীরে ধীরে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছেন। নির্ভরতা, কমাচ্ছেন খণ্ডকালীনের। কিন্তু দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনে খণ্ডকালীন শিক্ষক ক্লাসে আনতে হয়। তিনি বলেন, আমরা 'গ্লোবাল জব মার্কেট'কে সামনে রেখে গ্রাজুয়েট তৈরির কাজ করছি। আসলে বর্তমান যুগে কেউ প্রত্যাশা করুক বা না করুক, তাকে মূলত বিশ্ব পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। যখন উন্মুক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়, আর ভারত বা অন্য দেশ থেকেও যদি ওই পদে উপযুক্ত লোক আবেদন করে, এবং মেলে, তখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাকেই নিয়োগ দেবে। এ কারণেই এখন বাংলাদেশের জব মার্কেটে বাইরের লোক ঢুকছে। প্রতিযোগিতায় আমাদের লোক টিকছে না।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম চালাতে ফান্ডের জন্য সরকারের কাছে ধরনা দিতে হয়। যেভাবে এগোতে চাই সেভাবে পারছিলাম না। তাই প্রাইভেটে যোগ দিয়েছি। সেখানে গবেষণায় খুবই কম অর্থ বরাদ্দ।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন কর্মজীবন শুরু করেন বুয়েটে। সেখান থেকে চলে যান গাজীপুরের ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে, যা তৎকালীন আইইউটি ছিল। সেখানে তিনি প্রথমে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ওই প্রতিষ্ঠানটি ওআইসি পরিচালনা করে থাকে। অধ্যাপক আনোয়ার বলেন, সেটা ছাড়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাক পাই। তখন পত্রপত্রিকায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা পাই। তাই কোথাও যোগদান করিনি। পরে অবশ্য ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগদান উচ্চশিক্ষায় যদি কখনও 'এক্সিলেন্সি' আসে, তবে প্রাইভেটের মাধ্যমেই আসবে। সারা পৃথিবীর উদাহরণও তাই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ বিশেষ করে সনদ বাণিজ্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, যে কোন সেক্টরের যাত্রার পর একটা সময় যায় প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে। বাংলাদেশে সে সময়টা যাচ্ছে।

উপাচার্য বলেন, আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বুয়েটের আদলে গড়ে তুলেছি। কারণ আমাদের গ্রাজুয়েটের প্রতিযোগিতা হয় বুয়েটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ৩ সেমিস্টার চালাচ্ছে, আমরা সেখানে ২ সেমিস্টার করছি। কারণ হল, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তিনটি সেমিস্টার মানায় না। কেননা, স্বল্পসময়ে ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ এবং মাঝখানে বিরতির সময়টা মিলিয়ে ম্যানেজ করা কঠিন।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনমাত্র পরীক্ষক ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে ফল প্রভাবিত করার মতো ঘটনা ঘটে থাকে— এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, খাতা দেখার সময় যদি কোন আবেগ প্রতিফলিত হয়, তবে তিনি শিক্ষক থাকেন না। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বিযুক্ত করা উচিত।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেকে না পড়িয়ে পয়সা বানাচ্ছে। উন্নয়ন ফি'র নামেও অর্থ নেয়। আমরা নেই না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক মধ্যবিত্ত ও গরিব লোকের ছেলেরা পড়ে। তাদের সহায়তা করা হয়। যে কারণে সরকার ৫ ভাগ বিনাবেতনে পড়ানোর কথা বললেও বিভিন্নভাবে ডিসকাউন্ট (ছাড়) দেয়া হয়। এছাড়া বিপদ-আপদে সাহায্য করা হয়। তিনি দাবি করেন, বুয়েটের চেয়েও আমাদের মান ভালো।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ বাণিজ্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, নিয়ম মানানোর ব্যাপারে ইউজিসিকে সাহসী হতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে অভিভাবকের ভূমিকায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি রক্ষায় তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বলতে হবে কারা ভালো আর কারা খারাপ। খারাপদের তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করা উচিত। এতে ভালোরা টিকে থাকবে আর হারিয়ে যাবে খারাপরা। এ প্রসঙ্গে তিনি নতুন আইনের ব্যাপারে বলেন, নতুন আইনে অনেক ছাড় দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাও পাস হল না। উপাচার্য ক্ষমতাবান হলেন কিনা তা দেখে কোন লাভ নেই।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কর আরোপ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করে বলেন, ছাত্রদের কাছ থেকে যে অর্থ নেয়া হয় তাও ছাত্রদের পেছনে তাদের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে। যদি এটা নিশ্চিত করা হয়, তবে কর থেকে মুক্তি দেয়া উচিত। উপাচার্য সনদ বাণিজ্য রোধে স্বাধীন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করেন।